ليلة النصف من شعبان

লাইলাতুল বারায়াহ্

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

মূল্যঃ ৩৫ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

ভূমিকা.....৪
সূরা দুখানের ৩ নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাঃ.....৬
হাদীসে নিসফে শা'বানের ফজীলতঃ.....১২
এ রাতের আমলঃ ২৬
এ বিষয়ে আলেমদের কর্মপন্থাঃ..... ৩৫
এ রাতের নিষিদ্ধ কর্ম সমূহঃ ৫০
শাবান মাসের অর্ধ রজনীকে শবে বরাত বলা যাবে কিনাঃ..... ৫৪

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آل عمران: ١٠٢]

﴿হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।﴾ [আলে-ইমরান/১০২]

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١]

﴿হে ঈমানদাররা তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো যিনি তেমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ হতে তারপর তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন পরে তাদের থেকে বহু সংখক পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো যার মাধ্যমে একে অপরের নিকট প্রার্থণা করে থাকো আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর নজর রাখছেন।﴾ [নিসা/১]

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧٠، ٧١]

﴿হে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের আমল সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহকে এবং তার রসুলের অনুসরণ করে সে অনেক বড় সফলতা অর্জন করে।﴾[আহযাব/৭০,৭১]

শবে বরাত বর্তমান সময়ের বহুল আলোচ্য একটি বিষয়। এক দিকে যেমন এ রাতটিকে আতশবাজী, মোববাতী, হালুয়া রুটি ইত্যাদি অশোভনীয় কাজের মাধ্যমে উৎযাপন করা হয় অন্য দিকে একশ্রেনীর মানুষ এটাকে গোড়া শুদ্ধই উপড়ে ফেলতে চান। তারা সাধারনভাবে বলেন, শবে বরাত বলে ইসলামে কিছুই নেই শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতের কোনো ফজীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে বলে তারা মনে করেন না। আমরা এবিষয়ে কিছু তথ্য প্রমাণ পেশ করতে চাই। আশা করি এতে সত্য বিষয়টি উৎঘাটিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

সূরা দুখানের ৩ নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ (ﷻ) বলেন

{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ } [الدخان: ٣]

﴿আমি এই কুরআন এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি।﴾ [সূরা দুখান/৩]

এই আয়াতে (ليلة مباركة) বা বরকতময় রাত বলতে কোন্ রাতকে বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

আল কুরতুবী বলেন,

وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَيُقَالُ: لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ: اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ، وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ، وَلَيْلَةُ الصَّكِّ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ

এই আয়াতে উলেস্নখিত লাইলাতুল মুবারাকা হচ্ছে কদরের রাত কেউ কেউ বলেছেন বরং শা'বান মাসের মাঝের রাত। এই দিবসটির চারটি নাম রয়েছে (১) লাইলাতুল মুবারাকা (২) লাইলাতুল বারায়া (৩) লাইলাতু আস-সাক্ক (৪) লাইলাতুল কদর।

[তাফসীরে কুরতুবী]

পরে তিনি বলেন,

وَقَالَ عكرمة: الليلة المباركة ها هنا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِقَوْلِهِ تعالى:" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

ইকরিমা বলেছেন এই আয়াতে লাইলাতুল মুবারাকা বলতে শাবান মাসের মাঝ রাতকে বোঝানো হয়েছে তবে প্রথম মতটিই (অর্থাৎ শবে কদর) বেশি সঠিক যেহেতু আল্লাহ বলেন, (إنا أنزلناه في ليلة القدر) নিশ্চয় আমি এই কোরআনকে কদর রজনীতে নাযিল করেছি। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন,

وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبان.والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر

অন্য অনেকে বলেছেন এই আয়াতে শাবান মাসের মাঝ রাতকে বোঝানো হয়েছে তবে তাদের কথাই সঠিক যারা বলেছেন এখানে শবে কদর উদ্দেশ্য।

[তাফসীরে তাবারী]

উপরে উল্লেখিত আয়াতের পরের আয়াতে এসেছে।

{فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: ٤]

﴿উক্ত রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বন্টন করা হয়।﴾ [দুখান/৪]

কোনো কোনো দূর্বল বর্ণনাতে এসেছে,

تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له، وقد أخرج اسمه في الموتى

﴿এক শা'বান হতে অন্য শা'বান পর্যন্ত মানুষের কে কে মারা যাবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এমনকি একজন ব্যাক্তি বিবাহ করে বা তার সন্তান হয় অথচ তার মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে।﴾

[তিবরানী তার তাফসীরে, বাইহাকী শুয়াবুল ঈমানে, তাফসীরে ইবনে কাছীর ইত্যাদি]

এই হাদীস থেকে কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, উক্ত আয়াতে লাইলাতুল মুবারাকা বলতে শাবান মাসের মাজ রাতকেই বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাছীর

বলেন,

ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان – كما روي عن عكرمة– فقد أبعد النَّجْعَة فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل عن الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له، وقد أخرج اسمه في الموتى" (২) فهو حديث مرسل، ومثله لا يعارض به النصوص

ইকরামা বা অন্য যারা বলেছেন, উক্ত আয়াতে শা'বান মাসের মাঝ রাত্রি উদ্দেশ্য তবে তারা সত্যতা হতে বহু দূরে কেননা কোরআনে বলা হয়েছে উক্ত রাত রমযান মাসে। আর যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয় ... (এর পর তিনি আমরা পূর্বে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি সেটি উল্লেখ করে বলেন) হাদীসটি মুরসাল। এধরনের হাদীস স্পষ্ট আয়াতের বিপরীতে উল্লেখ করার মতো নয়। (তাফসীরে ইবনে কাছীর)

ইমাম আন-নাব্বী (রহঃ) বলেন,

قال اصحابنا كلهم هي التى يفرق فيها كل أمر حكيم هذا هو الصواب وبه قال جمهور العلماء وقال بعض المفسرين هي ليلة نصف شعبان وهذا خطأ لقوله تعلي (انا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم) وقال تعالى (انا انزلناه في ليلة القدر) فهذا بيان الآية الاولي

আমাদের মাযহাবের আলেমরা প্রত্যেকে বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা লাইলাতুল কদরেই করা হয়ে থাকে। এই মতটিই সঠিক এটিই বেশিরভাগ আলেমের মত তবে কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেছেন ঐ রাত হলো শা'বান মাসের মাঝ রাত। এই মতটি ভুল কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি বরকতময় রাতে কেরআন নাযিল করেছি যে রাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয় (সূরা দুখান/৩,৪) অন্য আয়াতে বলেন আমি এই কুরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। অতএব এই আয়াত পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরুপ। (আল মাজমু')

সুতরাং সূরা দুখানের উক্ত আয়াতে (ليلة مباركة) বলতে শবে কদরকে বোঝানো হয়েছে শবে বরাতকে নয় এটিই আলেমদের নিকট সঠিক মত যদিও ইকরিমা ও অন্যন্য কিছু আলেম বলেছেন আয়াতে শা'বান মাসের মাঝ রাত উদ্দেশ্য। অতএব সঠিক মতে উক্ত আয়াত হতে শা'বান মাসের মাঝ রাতের কোনো ফজীলত প্রমাণিত হয় না।

হাদীসে নিসফে শা'বানের ফজীলতঃ

শাবান মাসের ফজীলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত আছে আমরা সনদের অবস্থা সহ সেগুলো ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

(১) .....

عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت، فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ﷺ ، قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت

بعض نسائك، فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি একদা রাতে রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে আমার বিছানায় পেলাম না। ফলে আমি তাকে খুজতে বের হলাম। পরে আমি তাকে বাকীতে (মদীনার কবরস্থান) পেলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি মনে করেছো আল্লাহ ও তার রসুল তোমার প্রতি অবিচার করবেন?" আমি বললাম আমি তো ধারণা করেছি আপনি কোনো এক স্ত্রীর নিকট আছেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ শাবান মাসের মাঝ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং কালব গোত্রের ছাগলের সংখার চেয়েও বেশি লোককে ক্ষমা করেন।

{তিরমিযী/باب ما جاء في ليلة النصف من / أبواب الصوم شعبان }

{ইবনে মাযা/باب ما جاء / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها}

{في ليلة النصف من شعبان

{মিশকাত/باب قيام شهر رمضان – الفصل / كتاب الصلاة/الثاني}

শায়েখ আলবানী বলেছেন,

ورجاله ثقات لكن حجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه، وقال الترمذي " وسمعت محمد (يعني البخاري) : يضعف هذا الحديث

এই হাদীসের সকল রাবীই বিশ্বস্ত কিন্তু হাজ্জাজ ইবনে আরতা একজন মুদাল্লিস আর সে এখানে আনআান পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করেছে। তিরমিযী বলেছেন আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীসটি দূর্বল বলতে শুনেছি। [সিলসিলাতুস সাহীহা/১১৪৪]

(২) ....

وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَل تدرين مَا هَذِه اللَّيْل؟ يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا

رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ

আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি কি জানো এই রাতটির কি মর্যাদা? অর্থাৎ শাবান মাসের মাঝ রাত। তিনি বললেন এতে কি আছে হে আল্লাহর রসুল? রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আদম সন্তানের মধ্যে এই বছর কে জন্মাবে কে মারা যাবে এসব বিষয় এই রাতে লিপিবদ্ধ করা হয়, মানুষের আমল এই রাতে উপরে তোলা হয় এবং তাদের রিযিক আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়।

{মিশকাত/كتاب الصلاة / باب قيام شهر رمضان – الفصل الثالث}

এই হাদীসটিকে শায়খ আলবানী দূর্বল বলেছেন।

(৩) .....

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا،

فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

যখন শা'বান মাসের মাঝ রাত্রি আগমন করে তখন তোমরা উক্ত রাতে সলাত পড়ো আর দিনে সওম পালন করো কেননা আল্লাহ ঐ রাতে সূর্য ডোবার সাথে সাথে প্রথম আসমানে নেমে এসে বলেন কেউ কি ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করবো? কেউ কি রিযিক প্রার্থনা করবে আমি তাকে রিযিক দেবো? কেউ কি সমস্যায় আছে আমি তার সমস্যা মিটিয়ে দেবো? এভাবে ফজরের সময় সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত একের পর এক বলতে থাকেন।

{ইবনে মাযা/باب ما جاء / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها في ليلة النصف من شعبان}

এই হাদীসটির সনদ ভীষণ দূর্বল। শায়খ আলবানী বলেছেন,

وهذا إسناد مجمع على ضعفه، وهو عندي موضوع؛ لأن ابن أبي

سبرة رموه بالوضع كما في " التقريب "

এই হাদীসটির সনদ দূর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। বরং আমার নিকট এটি জাল (موضوع) হাদীস। কেননা আবু সিবরা হাদীস জাল করতো বলে অভিযোগ আছে যেমনটি আত-তকরীব নামক কিতাবে উল্লেখ আছে।

{সিলসিলাতু আদ-দাইফা/২১৩২}

(৪) .....

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

নিশ্চয় আল্লাহ শা'বান মাসের মাঝ রাতে বান্দাদের দিকে দৃষ্টি দেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকে ক্ষমা করেন শুধু মুশরিক ও অন্য মুসলিমের সাথে বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তি ছাড়া।

{ইবনে মাযা/باب ما جاء / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها}

{في ليلة النصف من شعبان

باب قيام شهر رمضان – الفصل / كتاب الصلاة/মিশকাত} الثالث}

হাদীসটির অন্য একটি রেওয়ায়েত হলো,

يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

এই হাদীসটির অর্থ পূর্বের হাদীসটির মতই শুধু শব্দগত কিছু পার্থক্য ছাড়া।

{তিবরানী, ইবনে হিব্বান, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, সিলসিলাতুস-সাহীহা/১১৪৪}

শায়খ আলবানী সিলসিলাতুস সাহীহাতে বলেন,

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة

এই হাদীসটি সহীহ। এটি বহু সংখক সাহাবী হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যার একটি অন্যটিকে শক্ত করে। যেসব সাহাবা হতে হাদীসটি বর্ণিত আছে তারা হলেন, মুআজ ইবনে জাবাল, আবু ছা'লাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আবু মুসা আল আশআরী, আবু হুরাইরা, আবু বকর আস-সিদ্দীক, আওফ ইবনে মালিক এবং আয়েশা (ﷺ)। [সিলসিলাতুস সাহীহা/১১৪৪]

যারা বলেন কোনো সহীহ হাদীসে শবে বরাত বা নিসফে শা'বানের ফজীলতের কথা উল্লেখ নেই তাদের কথা সঠিক নয়। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আনবানী শেষের হাদীসটির ৮ টি সনদের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন,

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث، فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في " إصلاح المساجد " (ص ١٠٧) عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان

حديث صحيح، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك. والله تعالى هو الموفق

মোট কথা সমস্ত সুত্র একত্রিত করলে এই হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। এখানে যা কিছু শর্ত পাওয়া গেছে তার চেয়ে অনেক কম শর্তে হাদীস সহীহ হয় যতক্ষণ না তাতে ভীষণ দূর্বলতা থাকে যেমনটি এই হাদীসে নেই। শায়খ কাসেমী রহেমাহুল্লাহ ‘‘ইসলাহুল মাসাজিদ’’ নামক কিতাবে জারহ্ ও তা’দীল শাস্ত্রের ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শা’বান মাসের মাঝ রাতের ফজীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই তার এ মতের উপর নির্ভর করা যাবে না। যদি কেউ সাধারনভাবে একথা বলে থাকে তবে তা এই হাদীসের সমস্ত সনদকে একত্রিত কারার মতো কষ্ট শিকার না করে তাড়াহুড়া করে রায় দেওয়ার কারণে বলেছে। যেভাবে তুমি এখানে একত্রিত দেখতে পাচ্ছ আর

আল্লাহই তওফীক দাতা। [সিলসিলাতু আস সহীহা/১১৪৪]

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب وقال لا فرق بينها وبين غيرها لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر

এই অধ্যায়ের আর একটি বিষয় হলো শাবান মাসের মাঝ রাত। এ রাতের ফজীলতে বেশ কিছু মারফু

হাদীস এবং আছার বর্ণিত আছে যা প্রমাণ করে যে এ রাতটি ফজীলতপূর্ণ। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সলাত আদায় করতেন। শাবান মাসে (সাধারনভাবে শাবান মাসে বিশেষভাবে শাবান মাসের মাঝ রাতের উদ্দেশ্যে নয়) সওম পালন করা সম্পর্কেও বেশ কিছু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। মদীনবাসী কোনো কোনো পূর্ববর্তী আলেম এবং অন্যান্য এলাকার পরবর্তী কিছু আলেম এর রাতের ফজীলত অস্বীকার করেছেন। তারা এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন যেমন যে হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ কালব গোত্রের ছাগলের পশম পরিমান মানুষকে ক্ষমা করেন (এই হাদীসটি ঐ হাদীসটি নয় যেটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন)। তারা বলেন এই রাতের সাথে অন্য রাতগুলোর কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু যে মতের উপর আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহু সংখক বরং বেশিরভাগ আলেম

রয়েছেন তা হলো এই রাতটি অন্যান্য রাতের উপর ফজীলত রাখে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল এর স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটিই জানা যায়। আর যেহেতু এবিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের আমল সেসকল হাদীসকে সত্যায়ন করে। এই রাতের কিছু ফজীলত সুনান ও মুসনাদ গ্রন্ধ সমূহতে উলেস্নখিত রয়েছে তবে এ রাত সম্পর্কে কিছু জাল হাদীসও রয়েছে। {ইক্তিদাউস-সিরাত আল মুস্তাকীম}

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াজীতে বলেন,

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا

জেনো নাও শাবান মাসের মাঝ রাত সম্পর্কে প্রচুর হাদীস এসেছে যা একত্রে প্রমাণ করে যে বিষয়টির শরয়ী ভিত্তি রয়েছে।

পরে তিনি একের পর এক বিভন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ করে শেষে বলেন,

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

অতএব এই সমস্ত হাদীস একত্রে তার বিরুদ্ধে দলীল যে দাবী করে শাবান মাসের মাঝ রাতের ফজীলত সম্পর্কে কোনো হাদীস প্রমাণিত হয়নি আর আল্লাহই ভাল জানেন। {তুহফাতুল আহওয়াযী}

বিঃদ্রঃ অনেকে বলেছেন আল্লাহ প্রতি রাতের শেষভাগে প্রথম আসমানে অবতরন করেন বলে বর্ণিত আছে সুতরাং শবেবরাতের রাতের সাথে অন্যান্য রাতের পার্থক্য কোথায়? উত্তর হলো-

(১) প্রতিরাতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে (حين يبقي ثلث الليل الآخر) যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে আর বিশেষ করে শাবান মাসের মাঝ রাতের ক্ষেত্রে সাধারনভাবে (خلقه ليلة النصف من شعبان) শাবান মাসের মাঝ রাত এভাবে বলা হয়েছে। যা

প্রমান করে সম্পূর্ণ রাতটিই ফজিলতপূর্ণ। মোল্লাহ আলী কারী বলেন,

وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا النُّزُولَ الْمُكَنَّى بِهِ عَنِ التَّجَلِّي الْأَعْظَمِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ الْكُبْرَى وَالْمَغْفِرَةِ الْعَامَّةِ لِلْعَالِمِينَ، لَا سِيَّمَا أَهْلَ الْبَقِيعِ يَعُمُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَتَمْتَازُ بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي ; إِذِ النُّزُولُ الْوَارِدُ فِيهَا خَاصٌّ بِثُلُثِ اللَّيْلِ

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থনুযায়ী বোঝা যায় এই রাতে আল্লাহর অবতরন তথা তার প্রকাশ, অসীম রহমত অবতরন, সাধারনভাবে সকল সৃষ্টি এবং বিশেষভাবে বাকী কবরস্থানে দাফনকৃত মৃতদের উপর ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি এ রাতের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে সম্পাদিত হয় এভাবে এই রাতটি অন্য সকল রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পায় যেহেতু অন্য সকল রাতে যে অবতরনের কথা বর্ণিত আছে তা রাতের শেষভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট (সমস্ত রাত নয়)। {মিরকাতুল মাসাবিহ}

(২) যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোনো শ্রেষ্টত্ব নাই থাকবে তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমানিত হয়।

এ রাতের আমলঃ

যারা এ রাত্রের ফজীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস আছে বলে মনে করেন না তারা এ রাত এবং এর পরবর্তী দিবস উপলক্ষে যে কোনো আমল করা অবৈধ ও বিদআত মনে করেন। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি যে, এ রাত্রের ফজীলত সম্পর্কে বহু সংক্ষক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার কিছু সহীহ, কিছু দূর্বল আর কিছু পুরোপুরি অগ্রহনযোগ্য। মোটের উপর এতটুকু স্পষ্টই প্রমাণিত যে, এ রাত্রে আল্লাহ (ﷻ) তার বিপুল সংক্ষ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাত্রে আল্লাহ (ﷻ) বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা

করা বা যে কোনো প্রকার দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কোনো ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন।

{সহীহ বুখারী/كتاب الإجارة/ باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل}

{সহীহ মুসলিম/كتاب الرقاق/ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال}

সুতরাং এই রাত্রে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমানিত হওয়ার মাধ্যমে সলাত, যিকির, কোরআন তেলাওয়াত করা প্রমাণিত হয়। পরবর্তী দিন সওম পালন করা প্রমাণিত হয়ওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত নয় কারণ জুমআর দিন একটি

নির্দিষ্ট সময়ের ফজীলত বর্ণিত হয়েছে অথচ জুমআর দিন বিষেশভাবে সওম পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া শবে বরাতের মাঝ রাতের পরের দিন সওম পালন করার ব্যাপারে একদিকে যেমন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি অন্যদিকে এবিষয়ে পূর্ববর্তীদের আমলও পাওয়া যায় না। এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে শুধু মাত্র উক্ত সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করলেই শাবান মাসের মাঝ রাতে সলাত আদায় করা, কোরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি আমল গুলো বৈধ প্রমাণিত হয়।

এখানে অন্য একটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। যারা শবে বরাতের উদ্দেশ্যে যে কোনো আমল করা বিদআত মনে করেন তারা আরো একটি বিষয় ভুলে যান তা হলো ফজায়েলের ব্যাপারে দূর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যায় এটা সমস্ত আলেমদের মত। ইমাম আন-নাব্বী বলেন,

قال الشافعي في الام وبلغنا أنه يقال إن الدعاء يستجاب في

خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الاضحي وليلة الفطر وأول ليلة في رجب وليلة النصف من شعبان

ইমাম শাফেঈ তার কিতাব 'আল-উম' এ বলেন, আমি জানতে পেরেছি পাঁচটি রজনীতে দোয়া কবুল করা হয় জুমআর রাত, ইদুল আদহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, রজব মাসের প্রথম রাত ও শাবান মাসের মাঝ রাত।

এর পর তিনি উক্ত রাত সমুহতে পূর্ববর্তীদের কে কি আমল করতেন তা বর্ণনা করেন পরে বলেন,

قال الشافعي وانا استحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير ان تكون فرضا هذا آخر كلام الشافعي واستحب الشافعي والاصحاب الاحياء المذكور مع أن الحديث ضعيف لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها ويعمل علي وفق ضعيفها

ইমাম শাফেঈ বলেছেন, আমি এসব রাতে পূর্ববর্তীরা যা কিছু আমল করতো বলে বর্ণনা করেছি তা সবই

মুস্তাহাব মনে করি ফরজ নয়। (ইমামা নাব্বী বলেন) ইমাম শাফেঈর কথা এই পর্যন্ত ই। তিনি এই রাত সমুহে আমল করা মুস্তাহাব মনে করেছেন যদিও এসব রাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ দূর্বল কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি ফজীলত সংক্রান্ত ব্যাপারে দূর্বল হাদীস গ্রহনযোগ্য হয় এবং দূর্বলতা সত্বেও তার উপর আমল করা হয়। {আল মাজমু'}

এ দুটি বিষয় অর্থাৎ শাবান মাসের মাঝ রাতে আল্লাহ বান্দাদের ক্ষমা করেন এ সংক্রান্ত সহীহ হাদীস থাকার কারণে এবং এ রাত্রের ফজীলতে অন্যান্য দূর্বল হাদীসগুলো ফাজায়েল সংক্রান্ত্র ব্যাপারে গ্রহনযেগ্য হওয়ার কারণে এ রাতে সলাত. যিকির, কোরআন তেলওয়াত বা অন্যান্য ইবদত করতে কোনো সমস্যা নেই বরং তা উত্তম ও সওয়াবের কাজ। তবে পরদিন সওম পালন করার ব্যাপারে কোনো প্রমান পাওয়া যায় না,

আবুল আলা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বলেন,

لَمْ أَجِدْ فِي صَوْمِ يَوْمِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي رواه بن مَاجَهْ بِلَفْظِ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا إلخ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ جَدًّا وَلِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ حَدِيثٌ آخَرُ وَفِيهِ فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذلك اليوم صائما كان كصيام سِتِّينَ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ رَوَاهُ بن الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ مَوْضُوعٌ

শাবান মাসের মাঝ রাতের পরের দিন সওম পালন করার ব্যাপারে আমি কোনো সহীহ হাদীস পায়নি। ইবনে মাযা আলী (রাঃ) হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে বলা হয়েছে যখন শাবান মাসের মাঝরাত হয় তখন সে রাতে তোমরা সলাত আদায় করো আর তার পরদিন সওম পালন করো ... আমি জানতে পেরেছি যে হাদীসটি ভীষণ দূর্বল। আলী (রাঃ) হতে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে যেখানে বলা হয়েছে, যদি কেউ ঐ দিন সওম পালন করা অবস্থায় সকাল করে তবে পিছনের ৬০ বছর এবং সামনে ৬০

বছর সওম পালন করার সমান সওয়াব হবে। ইবনে যাওজী হাদীসটিকে তার মাওজুআত নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন মাওজু। {তুহফাতুল আহওয়াজী শারহে তিরমিযী}

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها

নির্দিষ্টভাবে শাবান মাসের মাঝ রাতের পরদিন সওম পালন করার কোনো ভিত্তি নেই বরং একাজ অপছন্দনীয়। একইভাবে এই দিবসকে উৎসবের দিন মনে করে খাবর তৈরী করা বা সাজ সজ্জা করা ভিত্তিহীন বিদআতী উৎসব সমূহের মধ্যে অন্ত র্ভূক্ত।

{ইক্তিদাউস-সিরাতিল মুস্ত্মাকীম}

তবে শাবান সাসের সওমের বিভিন্ন ফজীলত বর্ণিত হয়েছে।

আয়েশা হতে বর্ণিত হাদীস,

لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله

রসুলুল্লাহ (ﷺ) কোনো মাসেই শাবান অপেক্ষা বেশি সওম পালন করতেন না। তিনি শাবান মাসের সম্পূর্ণ মাসই সওম পালন করতেন।

{সহীহ বুখারী/كتاب الصوم/باب صوم شعبان}

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে,

وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

তিনি শাবান মাসে যে পরিমান সওম পালন করতেন অন্য কোনো মাসে তার চেয়ে বেশি সওম পালন করতে আমি তাকে দেখি নি। তিনি সম্পূর্ণ শাবান মাসেই সওম পালন করতেন অল্প কিছু ছাড়া।

{সহীহ মুসলিম/كتاب الصيام/ باب صيام النبى –صلى الله

عليه وسلم- فى غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم.}

এই সমস্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, সাধারণভাবে শাবান মাসে সওম পালন করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তবে নির্দিষ্ট করে শাবান মাসের মাঝ রাতের পরদিন সওম পালন করা সম্পর্কে গ্রহনযোগ্য কিছুই বর্ণিত না হওয়ার কারণে তা থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু কোনো ব্যাক্তি যদি আয়্যামে বীজের তিনদিন রোজা রাখার নিয়তে শাবান মাসের ১৩, ১৪, এবং ১৫ তারিখ দিবসে রোজা রাখেন তবে তা উত্তম হবে। যেহেতু এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস রয়েছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

আবু জার (রাঃ) বলেন রসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের মাসের ১৩, ১৪, ১৫ এই তিন দিন সওম পালন করতে বলেছেন। {সুনানে নাসাঈ আলবানী হাসান বলেছেন}

এ বিষয়ে আলেমদের কর্মপন্থাঃ

ইমাম শাফেঈর মত আমরা পূর্বেই দেখেছি।

وبلغنا أنه يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الاضحي وليلة الفطر وأول ليلة في رجب وليلة النصف من شعبان

আমি জানতে পেরেছি পাঁচটি রজনীতে দোয়া কবুল করা হয় জুমআর রাত, ইদুল আদহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, রজব মাসের প্রথম রাত ও শাবান মাসের মাঝ রাত। {আল উম}

ইবনে রজব আল হাম্বালী এ বিষয়ে বিভিন্ন আলেমদের মত বিস্ত্মারিত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول و لقمان بن عامر و غيرهم يعظمونها و يجتهدون فيها في العبادة و عنهم أخذ الناس فضلها و تعظيمها و قد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم وافقهم على تعظيمها منهم

طائفة من عباد أهل البصرة و غيرهم و أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء و ابن أبي مليكة و نقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة و هو قول أصحاب مالك و غيرهم و قالوا : ذلك كله بدعة

শামের কিছু তাবেঈ যেমন খালিদ ইবনে মা'দান, মাকহুল, লুকমান ইবনে আমর, এবং অন্যান্যারা এই রাতটিকে মর্যাদা দিতেন এবং এরাতে ইবাদতে মনোনিবেশ করতেন। তাদের নিকট হতেই পরে সাধারন মানুষ এই দিবসটি ফজীলতপূর্ণ ও সম্মানীত হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করে। বলা হয়ে থাকে যে, তাদের নিকট এ বিষয়ে কিছু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত পৌছেছিল। যখন এই দিবসে তাদের কর্মনীতি জনসাধারনের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন এলাকার লোকেরা এ বিষয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে একদল যথা বসরার ইবাদতকারীরা এটাকে গ্রহণ করে আর হিজাজের বেশিরভাগ আলেম এটাকে অপছন্দ করেছেন যেমন আতা, ইবনে মুলাইকা আব্দুররাহমান ইবনে যাইদ মদীনার ফকীদের নিকট

হতে এই মত উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিকের অনুসারী ও অন্যান্য আলেমদের মত এটাই। তারা বলেছেন এসব বিদআত।

এরপর তিনি ইমাম শাফেঈর পাঁচটি রাতের মর্যাদা সংক্রান্ত কথাটি বর্ণনা করেন যা আমারা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এর পর এবিষয়ে ইমাম আহমদের মত উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন,

و لا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان و يتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و استحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود و هو من التابعين فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أصحابه و ثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام

শাবান মাসের মাঝ রাত সম্পর্কে ইমাম আহমদের কেনো মত পাওয়া যায় না তবে এই রাতে সলাত আদায় করা মুস্ত্মাহাব হওয়ার পক্ষে ঈদের রাত সম্পর্কে তার দুটি রেওয়ায়েত হতে মত বের করা যেতে পারে। এক রেওয়ায়েতে তিনি ঈদের রাতে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা মুস্ত্মাহাব মনে করেননি কারণ আল্লাহর রসুল (ﷺ) ও তার সাহবাদের নিকট হতে তা বর্ণিত নেই। অন্য রেওয়ায়েতে তিনি ঈদের রাতে জামাতের সাথে সলাত আদায় করা মুস্ত্মাহাব মনে করেছেন কারণ আব্দুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ হতে এটা করার কথা বর্ণিত আছে আর তিনি একজন তাবেঈ। শাবান মাসের রাতে সলাত আদায় করা সম্পর্কেও একই কথা। রসুলুল্লাহ ও সাহাবাগণ হতে এ বিষয়ে সহীহ কিছু বর্ণিত হয়নি কিন্তু একদল তাবেঈ হতে তা বর্ণিত আছে যারা শামের উচু স্ত্মরের ফকীহ ছিলেন। {লাতাইফুল মাআরিফ}

ইবনে রজবের এই বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন শুধু মাত্র কিছু বিশিষ্ট তাবেঈ কোনো কাজ করেছেন এই বিষয়টি উক্ত কাজ করার পক্ষে দলীল হতে পারে। অনেকে মনে করেন যেসব হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার ভিতর কিছু পাওয়া না গেলে তা নিশ্চিত বিদআত বলে গণ্য হয়। আলেমদের নিকট কিন্তু বিষয়টি এমন নয় বরং সাহাবা ও তাদের পরবর্তী গ্রহনযোগ্য ইমামদের আমলের মাধ্যমেও কোনো কাজ প্রমাণিত হতে পারে যেহেতু তাদের ব্যাপারে আমাদের আস্থা এই যে, তারা জেনে বুঝে ছাড়া কোনো আমল করেন না এবং এমনটি হতেই পারে যে, তারা কোনো হাদীসের কারণে কোনো আমল করেছেন কিন্তু তা আমাদের নিকট পৌছায় নি। সে কারণে যেসব বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে শরীয়তের কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না সেসব বিষয়ে তাদের আমলকে গ্রহনযোগ্য মনে করা যেতে পারে। ইমাম মালিক তো মাদীনা বাসীর আমলকে এতটাই শক্ত মনে করতেন যে তার বিপরীতে হাদীস বর্ণিত হলে অনেক সময় হাদীসকে দূর্বল বলতেন। তার কথা ছিল কোনো

কিছু রসুলুল্লাহ (ﷺ) করবেন অথচ মদীনাবাসী জানবে না তা হতে পারে না। এটা গেলো শবেবরাতের পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি যে এ বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে এবং বিষয়টি হকপন্থী আলেমদের নিকট প্রামনিত হয়েছে এর পরও একে বিদআত বলে আক্ষায়িত করার কি কারণ থাকতে পারে?

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد

আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহুসংখক বরং বেশিরভাগ আলেমের মত হলো এই রাতের ফজীলত রয়েছে। ইমাম আহমদের স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটাই প্রমানিত হয়। {ইক্তিদাউস-সিরাত আল মুস্ত্মাকীম}

শাবান মাসের মাঝ রাতে সলাত পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন

করা হলে তিনি বললেন,

إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ فَهُوَ أَحْسَنُ . وَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى صَلَاةٍ مُقَدَّرَةٍ . كَالِاجْتِمَاعِ عَلَى مِائَةِ رَكْعَةٍ بِقِرَاءَةِ أَلْفٍ : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } دَائِمًا . فَهَذَا بِدْعَةٌ لَمْ يَسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

যদি কেউ শাবান মাসের মাঝ রাতে একাকি সলাত আদায় করে বা ব্যাক্তিগত জামাতে সলাত আদায় করে যেমনটি একদল সালাফ করতেন তবে তা খুবই সুন্দর। আর যদি কেউ নির্দিষ্ট সংখক যেমন ১০০ রাকাত সলাত ১০০০ বার "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" পড়ে আদায় করার জন্য মসজিদে একত্রিত হয় তবে এটা বিদআত হবে কোনো ইমাম এটা পছন্দ করেননি।

পরে তিনি আরো বলেন,

وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثُ وَآثَارٌ وَنُقِلَ عَنْ

طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهَا وَحْدَهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ فِيهِ سَلَفٌ وَلَهُ فِيهِ حُجَّةٌ فَلَا يُنْكَرُ مِثْلُ هَذَا

আর শাবান মাসের মাঝ রাতের ফজিলত সম্পর্কে বহু সংখক হাদীস ও আছার বর্ণিত আছে এবং একদল সালাফ হতে এমন বর্ণনা আছে যে, তারা এই রাতে সলাত আদায় করতেন। অতএব যদি কোনো ব্যাক্তি একা একা সলাত আদায় করে তবে তার পক্ষে একদল সালাফকে পাওয়া যাবে এবং তার পক্ষে দলীলও রয়েছে সুতরাং এমন বিষয়কে অপছন্দ করা যেতে পারে না। {মাজমুআয়ে ফাতাওয়া}

পরবর্তীতে তিনি উক্ত রাতে জামাতের সাথে সলাত আদায় সম্পর্কে লম্বা আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি সাধারন নফল সলাতসমূহ মসজিদে একত্রিত হয়ে নিয়মিত আদায় করা অপছন্দ করেছেন তবে কখনও কখনও তা করা যায় বলে মন্ত ব্য করেছেন। ইবনে রজব এ প্রসঙ্গে বলেন,

و اختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين :

أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم و يتبخرون و يكتحلون و يقومون في المسجد ليلتهم تلك و وافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك و قال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله و الثاني : أنه يكره الإجتماع فيها في المساجد للصلاة و القصص و الدعاء و لا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه و هذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام و فقيههم و عالمهم و هذا هو الأقرب

শামের আলেমরা মতপার্থক্য করেছেন যে, এই রাতে ইবাদত কিভাবে সম্পন্ন করা হবে। প্রথমত কেউ কেউ বলেছেন এই রাতে মসজিদে গমন করত জামাতে সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। খালিদ ইবনে মা'দান, লুকমান ইবনে আমির এবং অন্যান্যরা এই রাতে উত্তম পোশাক পরিধান করতেন, সুগন্ধি ও সুরমা মাখতেন এবং মসজিদে সারারাত সলাত আদায় করতেন।

ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এ ব্যাপারে তাদের সাথে একমত হয়েছেন এবং এরাতে মসজিদে জামাতে সলাত আদায় করা বিদআত নয় বলে মত দিয়েছেন। তার এ মত হারব আল কিরমানী তার ﷺমাসায়েল এ বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় মত হলো এই রাতে সলাত, গল্প গুজব, দুয়া যিকির ইত্যাদির উদ্দেশ্যে মসজিদে একত্রিত হওয়া অপছন্দনীয় তবে যদি কেউ ব্যাক্তিগতভাবে সলাত আদায় করে তবে তা অপছন্দনীয় নয়। এটি শামের ইমাম ও ফকীহ আওজাঈর মত আর এটিই বেশি সঠিক। {লাতাইফ আল মাআরিফ}

তিনি এরাতে জামাতে সলাত আদায় করা এবং ব্যাক্তিগতভাবে সলাত আদায় করার ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত বর্ণনা করেছেন। কেউ জামাতে পরা উত্তম মনে করেছেন আর কেউ তা অপছন্দ করেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া জামাতে পড়া বৈধ মনে করেছেন যদি এটাকে নিয়মিত নিয়ম বানিয়ে না

ফেলা হয়। কিন্তু যদি কেউ শবে বরাতের রাতে মসজিদে গমন করে একাকী সলাত পড়ে যেমনটি আমাদের দেশে করা হয় তবে এ বিষয়ে কেউ আপত্তি করেছেন বলে জানি না। তাছাড়া যদি সলাত পড়া বৈধ হয় তবে বাড়িতে বা মসজিদে যে কোনো স্থানেই তা বৈধ হবে। এটাই শরীয়তের সাধারন নিয়ম। তবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ

ফরজ ব্যাতীত যে কোনো সলাত বাড়িতে পড়াই উত্তম।

{সহীহ বুখারী/كتاب الجماعة والإمامة/باب صلاة الليل}

{সহীহ মুসলিম/كتاب الصيام/باب فضل صوم المحرم}

এ হাদীস প্রমান করে যে ফরজ সলাত ছাড়া অন্যান্য সলাত বাড়িতে পড়াই উত্তম। কিন্তু সাহাবা এ কিরাম মসজিদেও নফল আদায় করতেন যা নফল সলাত মসজিদে আদায় করা বৈধ হওয়া প্রমান করে। যদি শাবান মাসের মাঝ রাতে সলাত আদায় করা বৈধ হয় তবে বাড়ি বা মসজিদ যে কোনো স্থানেই তা বৈধ হবে

এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

শাবানের রাতের বিশেষ সলাতঃ

এ রাতের কেউ কেউ ১০০ রাকাত সলাত পড়ে থাকেন যার প্রতি রাকাতে ১০ বার সূরা ইখলাস পড়ে থাকেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া হতে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে তিনি এধরনের সলাতকে বিদআত বলেছেন। এই সলাতকে সমস্ত আলেমরাই বিদআত বলেছেন। ইমাম নাব্বী বলেন,

الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عشرة ركعة تصلي بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب واحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فان كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الائمة فصنف ورقات في استحبابهما فانه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الامام أبو محمد عبد الرحمن بن اسمعيل المقدسي كتابا نفيسا في ابطالهما فاحسن فيه

রজব মাসের প্রথম জুমআর রাতে "সলাতুল রাগাইব" নামে যে ১২ রাকাত সলাত আদায় করা হয় আর শাবান মাসের মাঝ রাতে যে ১০০ রাকাত সলাত পড়া হয় এই দুটি সলাত খুবই নিকৃষ্ট বিদআত। কু-তুল কুলুব ও ইহইয়াউ উলুমিদ্দীনে এই দুটি সলাতের কথা উল্লেখ থাকতে দেখে যেনো কেউ থোকায় না পড়ে। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে তাতেও যেনো কেউ থোকায় না পড়ে কেননা এসবই বাতিল। কোনো কোনো আলিম যারা এ বিষয়ে সঠিক মত অবহিত হতে পারেন নি তারা এটি মুস্ত্মাহাব হওয়ার ব্যাপারে বইও লিখেছেন সেসবেও যেনো কেউ দৃষ্টি না দেয়। কেননা এ হলো ভুল মত এ বিষয়ে শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুর রাহমান আল মাকদিসী খুব সুন্দর একটি কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি এই দুটি সলাতকে বাতিল প্রমাণ করেছেন এবং উত্তমভাবেই তা করেছেন। আল্লাহ তার উপর দয়া করুন। (আল-মাজমু')

ইমাম আশ-শাওকানী "আল ফাওয়াইদ আল মাজমুআ" নামক গ্রন্থে এই সলাত সম্পর্কিত রেওয়ায়েত গুলো উল্লেখ করেছেন এবং মাওযু বলেছেন। পরিশেষে তিনি বলেন,

وقد رويت صلاة هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على أن حديث عائشة هذا : فيه ضعف وانقطاع كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه

শাবান মাসের সলাত সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যার প্রতিটি মাওযু এবং বাতিল। এটা তিরমিযীর ঐ হাদীসের বিপক্ষে নয় যেখানে বলা হয়েছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বাকি কবরস্থানে গমন করেছিলেন, বা আল্লাহ (ﷻ) শাবান মাসের মাঝ রাতে

প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং কালব গোত্রের ছাগলের পশমের সমপরিমান লোককে ক্ষমা করেন। আমরা কেবল এই রাতের এই বাতিল সলাতটি সম্পর্কে (১০০ রাকাত এবং প্রতি রাকাতে ১০ বার সূরা ইখলাস পড়া) কথা বলছি।

মোল্লা আলী কারী এ বিষয়ে লম্বা কথা বলেছেন, যাতে তিনি এই সলাতকে বাতিল প্রমানিত করেছেন, তিনি ইমাম নাব্বীর অনুরুপ কথা বলেছেন তবে এই সলাত কারা প্রথম আবিষ্কার করে, তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তিনি সে বিষয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, একদল আলেম নিজেদের বৈষয়িক সার্থে এ সলাতের প্রচলন করে এবং আম জনতা তাদের জালে আটকা পড়ে। একথা বলার পর তিনি বলেন,সওম

ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ اللَّهُ أَئِمَّةَ الْهُدَى فِي سَعْيِ إِبْطَالِهَا، فَتَلَاشَى أَمْرُهَا،

তবে পরবর্তীতে সত্যপন্থী আলেমরা এটার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হলে তার গুরুত্ব কমে যায়। {মিরকাতুল মাফাতীহ}

ফল-কথা হলো শাবান মাসের মাঝ রাতে নির্দিষ্ট কোনো সলাত নেই। নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নির্দিষ্ট সংখক রাকাত হিসাবে সলাত পড়া বিদআত। কিন্তু এ রাতের ফজীলত সহীহ সনদে প্রমাণিত। বিধায় এই রাতকে উদ্দেশ্য করে সলাত, সওম বা অন্যান্য ইবাদত করা মুস্মাহাব। সুতরাং আলেমদের উচিত এই রাতে নির্দিষ্ট কোনো সলাত পড়তে কাউকে আদেশ না করা। বরং স্বাভাবিক নিয়মে যে যতটুকু পারে ততটুকু ইবাদত করবে।

এ রাতের নিষিদ্ধ কর্ম সমূহঃ

বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

وَإِسْرَاجُ السُّرُجِ الْكَثِيرَةِ فِي السِّكَكِ وَالْأَسْوَاقِ لَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ بِدْعَةٌ وَكَذَا فِي الْمَسَاجِدِ

লাইলাতুল বারায়ার রাস্তা ও বাজার বা মসজিদ সমুহ বাতি দ্বারা শোভিত করা বিদআত ।

ইমাম আন-নাব্বী (রহঃ) বলেন,

من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة نصف شعبان فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهات المجوس في الاعتناء بالنار والاكثار منها ومنها اضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع لصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها

বছরের কিছু বিশেষ রাতে যেমন শা'বান মাসের মাঝ রাতে বিভিন্ন এলাকাতে বড় বড় ব্যায়বহুল বাতি প্রজ্বলিত করা হয় এটা নিকৃষ্ট বিদআত সমূহের মধ্যে অন্ত ভূর্ক্ত। কেননা এর মধ্যে বহু অপ্রিতীকর বিষয় রয়েছে। যথা মাজুসীদের মতো আগুনকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া, অকারণে সম্পদ ব্যায় করা। তাছাড়া এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ছোট ছেলে মেয়ে ও কুপ্রকিতির লোকেরা মসজিদে একত্রিত হয় এবং খেল

তামাশা করে ও হৈ চৈ করে। এভাবে তারা মসজিদের সম্মান বিনষ্ট করে, মসজিদ নোংরা হয় ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষতিকর কাজ একত্রে ঘটে যার কোনো একটি হতেও মসজিদকে পবিত্র রাখা উচিত ছিল। {আল-মাজমু'}

তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযীতেও অনুরুপ বলা হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها

নির্দিষ্টভাবে শাবান মাসের মাঝ রাতের পরদিন সওম পালন করার কোনো ভিত্তি নেই বরং একাজ অপছন্দনীয়। একইভাবে এই দিবসকে উৎসবের দিন মনে করে খাবর তৈরী করা বা সাজ সজ্জা করা ভিত্তিহীন বিদআতী উৎসব সমূহের মধ্যে অন্ত র্ভূক্ত।

{ইক্তিদাউস-সিরাতিল মুস্মাকীম}

কোনো কোনো এলাকাতে হালুয়া রুটির প্রচলন আছে। এটাও ইবনে তাইমিয়ার কথার মধ্যে পড়ে। কেউ কেউ বলেন এ মাসে রসুলুল্লাহ (ﷺ) উহুদের যুদ্ধে আহত হন এবং তার দাত ভেঙে যায় ফলে তিনি অন্যান্য খাবারের পরিবর্তে হালুয়া রুটি খেতেন তাই এ দিনে হালুয়া রুটি খাওয়া সুন্নাত। এ কথার কোনো ভিত্তি নেই বরং উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল শবে বারাতের প্রায় দুই মাস পর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ মতান্ত রে ১১ তরিখ। ইবনে ইসহাক বলেন,

وَغَزَتْهُ قُرَيْشٌ غَزْوَةَ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ

কাফিররা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে উহুদে যুদ্ধ করতে আসে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে। {ইবনে হিশাম, আর রাহীকুল মুখতুম}

খুশির কথা হলো এসব বিষয়ে আলেম ওলামারা জনসাধারণকে সতর্ক করে থাকেন। একারণে ক্রমে এগুলো বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। শুধু শাবান মাসের ১০০ রাকাত সলাতের ব্যাপারে এখনও বহু আলেম ওলামা বেখবর রয়েছেন আশা করি ক্রমে এবিষয়টিও

বিলুপ্ত হবে।

শাবান মাসের অর্ধ রজনীকে শবে বরাত বলা যাবে কিনাঃ

শাবান মাসের মাঝ রাতকে আরবীতে বলা হয় লাইলাতুন নিসফ মিন শা'বান। বিভিন্ন গ্রন্থে এই রাতকে লাইলাতুল বারাআ (ليلة البراءة) হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। আবুল আলা মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান বলেন,

هِيَ اللَّيْلَةُ الْخَامِسَةُ عَشْرَ مِنْ شَعْبَانَ وَتُسَمَّى لَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ

এটা হচ্ছে শাবান মাসের ১৫ তারিখ এ রাতকে লাইলাতুল বারাআও বলা হয়।

{তুহফাতুল আহওয়াযী}

বদরুদ্দীন আল আইনী বলেন,

وَلَيْلَة الصَّك: لَيْلَة الْبَرَاءَة، وَهِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان

লাইলাতুস-সক হলো লাইলাতুল বারাআ আর সেটা হলো শাবান মাসের মাঝ রাত।

{উমদাতুল কারী}

আল বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

وَإِسْرَاجُ السُّرُجِ الْكَثِيرَةِ فِي السِّكَكِ وَالْأَسْوَاقِ لَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ بِدْعَةٌ وَكَذَا فِي الْمَسَاجِدِ

লাইলাতুল বারাআর রাতে রাস্থা ও বাজার বা মসজিদ সমুহ বাতি দ্বারা শোভিত করা বিদআত ।

লাইলা (ليلة) অর্থ রাত আর বারাআ (براءة) অর্থ মুক্তি। সুতরাং লাইলাতুল বারাআ অর্থ মুক্তির রজনী। মোট কথা এ রাতকে লাইলাতুল বারাআত নামে আখ্যায়িত করতে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হয় না যেহেতু বারাআ অর্থ মুক্তি আর এ রাতে আল্লাহ (সুবঃ) বান্দাদের পাপ থেকে মুক্তি দেন বলে সহীহ সুত্রে প্রমানিত আছে তাছাড়া আলেমরা নামটি ব্যাবহার

করেছেন।

এখন শবে বরাত সম্পর্কে কথা হলো। শব (شب) শব্দটি ফার্সী যার অর্থ রাত আর রারাআ (برأت) শব্দটি যদি আরবী শব্দ (براءة) এর বিকৃতরুপ হয় তবে তার অর্থ মুক্তি ফলে শবে বরাত (شبِ برأت) এর অর্থ লাইলাতুল বারাআ এর সমার্থক হবে। তখন এর অর্থ হবে "মুক্তির রজনী" যেমনটি আমরা পূর্বেই বলেছি। অনেকে বারআত শব্দটি আরবী শব্দের বিকৃত রুপ হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তাদের যুক্তি হলো যেহেতু প্রথম শব্দটি ফার্সী তাই পরেটিও ফার্সী হবে এটিই স্বাভাবিক। এটার সম্ভাবনা রয়েছে তবে নিশ্চিত নয়। যেহেতু শবে কদর, শবে মেরাজ, ইত্যাদি শব্দের প্রথম অংশ ফার্সী হলেও পরবর্তী অংশ আরবী। সুতরাং সঠিক কথা হলো বারআত (برأت) শব্দটি আরবী শব্দের বিকৃত রুপও হতে পারে আবার

মূল ফার্সী শব্দও হতে পারে। যদি শব্দটি মূল ফার্সী হয় তবে তার অর্থ হবে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করার কাগজ, কার্ড ইত্যাদি। এ রাতে ভাগ্য লেখা হয় এ ধারনা থেকেই সম্ভবত এ নামের উদ্ভব হয়ে থাকবে। ঘটনা যাই হোক এতটুকু নিশ্চিত করেই বলা যায় যে বর্তমানে উপমহাদেশের অধিবাসীরা ''শবে বরাত'' বলতে ''ভাগ্যরজনী'' বুঝে থাকেন। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে সঠিক মতে ভাগ্যরজনী হলো লাইলাতুল কদর লাইলাতুল বারাআ নয়। শাবান মাসের মাঝরাতে ভাগ্য লেখা হয় বলে যা কিছু বর্ণিত আছে তা প্রমানিত নয়।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) অবশ্য বলেছেন,

وَلَا نِزَاعَ فِي أَنْ لَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ يَقَعُ فِيهَا فَرْقٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّهَا الْمُرَادَةُ مِنَ الْآيَةِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُرَادَةً مِنْهَا، وَحِينَئِذٍ يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْآيَةِ وُقُوعُ ذَلِكَ الْفَرْقِ فِي كُلٍّ مِنَ اللَّيْلَتَيْنِ إِعْلَامًا بِمَزِيدِ شَرَفِهِمَا

কোনো সন্দেহ নেই যে, শাবান মাসের মাঝ রাতে ভাগ্য লিখিত হয় যেমনটি হাদীসে স্পষ্টই বলা হয়েছে। তবে মতপার্থক্য হলো উক্ত আয়াতে যে রাতের কথা বলা হয়েছে তা শাবান মাসের মাঝ রাত কিনা। তবে সঠিক মত হলো উক্ত আয়াতে শাবান মাসের মাঝ রাত উদ্দেশ্য নয়। সেক্ষেত্রে কোরআনের আয়াত ও হাদীস হতে এটা প্রমাণিত হবে যে উভয় রাতের সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে উভয় রাতেই ভাগ্য বন্টিত হয়।

এর পর তিনি উভয় রাতে কিভাবে ভাগ্য বন্টিত হয় তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ الْفَرْقُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مَا يُصَدَّرُ إِلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ فِي إِحْدَاهِمَا إِجْمَالًا، وَفِي الْأُخْرَى تَفْصِيلًا، أَوْ تَخُصُّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَالْأُخْرَى بِالْأُمُورِ الْأُخْرَوِيَّةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ

এমন সম্ভব যে, শাবান মাসের মাঝ রাতে ঐ দিন হতে কদরের রাত পর্যন্ত সময়ের জন্য ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। এমনও সম্ভব যে, এক রাতে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা

হয় অন্য রাতে বিস্মারিত লেখা হয় আবার হতে পারে এক রাতে দুনিয়াবী বিষয় লেখা হয় অন্য রাতে আখিরাতের বিষয় লেখা হয় এছড়াও অন্য অনেক সম্ভাবনার কথা কল্পনা করা যেতে পারে। {মিরকাতুল মাফাতীহ}

তবে ইমাম নাব্বী ও অন্যন্যরা স্পষ্টই বলেছেন যে, সঠিক মত হলো ভাগ্য লিখন শবে কদরের রাতেই হয় শাবান মাসের মাঝ রতে নয়।

ইমাম নব্বী (রহঃ) বলেন,

قال اصحابنا كلهم هي التى يفرق فيها كل أمر حكيم هذا هو الصواب وبه قال جمهور العلماء وقال بعض المفسرين هي ليلة نصف شعبان وهذا خطأ

আমাদের মাযহাবের আলেমরা প্রত্যেকে বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা লাইলাতুল কদরেই করা হয়ে থাকে। এই মতটিই সঠিক এটিই বেশিরভাগ আলেমের মত তবে কোনো কোনো তাফসীরকারক

বলেছেন ঐ রাত হলো শা'বান মাসের মাঝ রাত। এই মতটি ভুল। (আল মাজমু')

সুতরাং শাবান মাসের মাঝ রাতকে ভাগ্যরজনী মনে করা যাবে না। যেহেতু মানুষ শবে বরাত বলতে ভাগ্যরজনী বুঝে থাকে তাই এ নামটি ব্যবহার করা অনুচিত। তবে এ রাতকে লাইলাতুল বারাআ (ليلة البراءة) বলা যেতে পারে। এতে অর্থগত দিক থেকে যেমন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না আবার আলেমরা শব্দটিকে ব্যাবহারও করেছেন। অনেকে বলেন নামটি কোরআন বা হাদীসে উল্লেখ নেই তাই এটি ব্যাবহার করা যাবে না। এ কথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোরআন বা হাদীসে উল্লেখ না থাকলেই কোনো নাম ব্যাবহারের অযোগ্য হয়ে যায় না তাহলে তো বলতে হবে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআ বা সুন্নী বলাও অন্যায়। কিন্তু কোনো সত্যপন্থী আলেম এমন বলেছেন বলে আমি শুনিনি। কোনো নাম ব্যাবহারের ক্ষেত্রে

দেখতে হবে সেটির অর্থ ও প্রোয়োগ শরীয়ত সম্মত কিনা। যদি অর্থ ও প্রয়োগ শরীয়ত সম্মত হয় তবে তা ব্যবহার করা সিদ্ধ হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

উপসংহারঃ ইসলাম সমস্ত প্রকারের বিদআতকে নিষিদ্ধ করে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন হাদীসে বিদআত সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সত্যপন্থী আলেম ওলামারা তাদের যুগের প্রচলিত বিদআত সমুহের নাম উল্লেখ করে মানুষকে সতর্ক করে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে কিছু লোক আছেন যারা খুব বেশি পড়াশুনা না করেই কোনো কিছুকে বিদআত বলতে অভ্যস্ত। তাদের মনে রাখতে হবে বিদআত কেবল সেই বিষয়কে বলা যায় শরীয়তে যারা কোনো ভিত্তি নেই। কোনো বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরোপুরি অগ্রহনযোগ্য হলেই সেটাকে বিদআত বলা যায়। যদি কোনো দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি গ্রহনযোগ্য হয় তবে আমি পছন্দ করি আর না করি উক্ত বিষয়কে স্পষ্ট বিদআত বা গোমরাহী বলতে পারবো না। তাই কোনো বিষয় বিদআত এটা বলার পূর্বে উক্ত বিষয়ের উপর প্রচুর লেখা পড়া করার

প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে যেসব বিষয়ের পক্ষে সত্য পন্থী আলেমদের একটি দলের মত রয়েছে সেটাকে স্পষ্ট বিদআত বলার কোনো অধিকার আমাদের নেই। এসব বিষয়ে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করাই বরং নতুন একটি বিদআত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভাষ্যনুযায়ী বেশিরভাগ আলেম শবে বরাতের রাতের ফজিলতের স্বপক্ষে। এই রাতে ইবাদত করার বিষয়টি পূর্ববর্তীদের আমলের মাধ্যমে প্রমানিত। ইমাম শাফেঈ নিজে এ রাতের ফজিলত স্বীকার করেছেন। ইমাম তাইমিয়া বলেছেন ইমাম আহমদের স্পষ্ট কথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে সহীহ সনদে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। এত কিছুর পরও যদি শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে আমরা এ রাতের ফজিলতকে অস্বীকার করি আর বিদআতের বিরুদ্ধে সগ্রাম করার দাবি করি তবে তা কতটুকু সত্য হবে? আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্যপথ প্রদর্শন করুন।

আমীন .....

هذا ما عندي والعلم عند الله

تمت ولله الحمد جميعا

লেখকের অন্যান্য বই

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)

২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)

৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)

৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস

৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)

৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)

৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী

৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)

৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)

১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে

১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা

১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন

১৩. দরবারী আলেম

১৪. মারেফাত

১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্

১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৭. ছোটদের আক্বাইদ

১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল

১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)

২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)

২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)

২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)

২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)

২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)

২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)

২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)

২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)

২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)

৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)

৩১. কল্পনায় জান্নাত

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)

৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)

২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)

৩. সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস)